

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে হাদীকাতুল মাহ্দীর জলসা গাছে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় যুক্তরাজ্যের ৫৮তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও আগত অতিথিদের করণীয় ও অন্যান্য দায়িত্ব সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং জলসা'র সফলতার জন্য দোয়ার আহ্বান করেন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে এবং এখানে হাজার হাজার লোক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে। এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহ্দীতে একটি অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে যেন এ পরিবেশে পার্থিব ঝামেলামুক্ত হয়ে আমরা নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারি। তাই এ সময়টিতে জাগতিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিছু মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই যায় যা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যনুযায়ী চেষ্টা করে থাকে, শত শত কর্মী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথমে আমি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা নিজেদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে সেবা করুন। আপনাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন অতিথি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় এখন প্রতিটি দেশে অতিথিপরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, অতিথিদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে; স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তারা কোনভাবে কষ্ট না পায়। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তো আহমদী আর তারা এ বিষয়টি অবগত হয়েই আসে যে কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু যারা আহমদী নয় কিংবা নবদীক্ষিত আহমদী যারা উত্তম তরবিয়ত পায়নি তাদের কথা স্বরণ রেখে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। ট্রাফিক, গাড়ি পার্কিং, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পানি সরবরাহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপোর্ট যে বিভাগেরই দায়িত্বই হোক না কেন অতিথিদের সহজতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

এরপর অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা এখানে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মসীহ মওউদ (আ.)-এর জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। পার্থিব সম্মান এবং সেবা লাভের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সেই সমস্ত উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি আরো সচেতন হোন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পথে ভ্রমণকারীদের পার্থিব আরাম আয়েশের প্রতি মনোযোগ খুব কমই থাকে। অনেক সময় ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এসকল বিষয় উপেক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যেক আগত অতিথির হৃদয়ে এটি বিরাজ করে যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক খোরাক অর্জন তাহলে অতিথি এবং আপ্যায়নকারীদের

পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এ দিনগুলো অতিবাহিত হবে। ব্যবস্থাপকদের প্রচেষ্টা সর্বদা এটিই থাকে যেন সমস্ত অতিথির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তথাপি কখনো কখনো কমবেশি হয়ে যায় যা অতিথিদের উপেক্ষা করা উচিত। তদুপরি আমি সেচ্ছাসেবকদের বলে দিতে চাই, অতিথিদের মাঝে বৈষম্য করা উচিত নয়। শ্রেণিভেদে সকল অতিথির আরামের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজে অতিথিদের সম্মান করতেন এবং সেবা করতেন। জলসার বিষয়ে তিনি (আ.) বলতেন, সকলের জন্য অভিনু ব্যবস্থাপনা থাকবে। একইসাথে তিনি অতিথিদের হৃদয়ে এটি প্রথিত করতেন যে, আপনাদের এখানে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ধর্ম শেখা, নিজেদের হৃদয়মস্তিষ্ককে পবিত্র করা এবং আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। সুতরাং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। হযূর বলেন, জলসায় আসন গ্রহণ করে জলসার প্রোগ্রাম ও বক্তৃতাসমূহ মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এথেকে উপকৃত হোন। প্রত্যেক মুমিনের তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে থাকে। এর মাধ্যমে মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যরা দেশ-জাতি ও গোত্রীয় বিভক্তি ভুলে এক অসাধারণ ভাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য। এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু অনেক সময় এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পগুজবে মত্ত থাকার কারণে গভীর রাত হয়ে যায় আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরে উঠতেই কষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অনেক সময় খাবারের পর ডাইনিংয়ে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে থাকে আর এর ফলে ব্যবস্থাপকদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়; এটি সমীচীন নয়। মহানবী (সা.)-এর কাছে আগমনকারী অতিথিদেরকে আল্লাহ তা'লা বলেন, তোমরা খাবার খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসে গল্পগুজবে মত্ত থেকে না।

হযূর (আই.) বলেন, এত বড় সমাবেশে অনেক সময় পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হয়ে যায়। প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, সে তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিপটে রেখে একে অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করুন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়েও যায় তখন এটিকে খারাপভাবে নেয়ার পরিবর্তে তাকে সাহস প্রদান করুন এবং ধৈর্য ও মার্জনার আচরণ প্রদর্শন করুন। অতিথিদের অহেতুক বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় আবার কর্মীদেরও অতিথিদের বাড়াবাড়ি দেখে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশনা হল, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথেও তুমি উত্তম আচরণ করো। অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোরতা করেও ফেলে তাকে তিজ জবাব দেয়ার পরিবর্তে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। স্বরণ রাখতে হবে, আমরা যদি উত্তম আচরণ করি তাহলে এটি এক নীরব তবলীগের কাজ হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যেন রুকু, সেজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরস্পরের মাঝে সালাম প্রদানের প্রচলন করুন, অধিক হারে সালাম আদান-প্রদান করুন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এমন এক পবিত্র দোয়া শিখিয়েছেন যা পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয় এবং উভয়ের জন্য কল্যাণ

বয়ে আনে। মহানবী (সা.) বলেন, কাউকে চেন বা না চেন সালাম প্রদান করো। সুতরাং এ সালামের প্রচলন হলে অ-আহমদী ও নবদিক্ষীত আহমদীদের হৃদয়েও ভাল প্রভাব পড়বে এবং তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রশংসাকারী হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কুরআন করীমের নির্দেশ হল, কোন ব্যক্তি যদি অতিথিকে বলে যে, তুমি ফিরে যাও। তাহলে খুশিমনে ফেরত চলে আসা উচিত। এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের বাড়িতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন কেউ তাকে ফেরত যেতে বলে আর তিনি কুরআনের নির্দেশ মান্য করে খুশিমনে ফেরত চলে আসতে পারেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জঙ্গ মুকাদ্দাসে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে সাহাবীরা একদিন অতিথিদের আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি যখন খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন তখন সবাই অস্থির ও ব্যকুল হয়ে যায়। তিনি (আ.) এটি দেখে বলেন, এত চিন্তার কী আছে? দস্তরখানে দেখ! সেখানে যা আছে তাই নিয়ে আস। টেবিলে শুধুমাত্র কিছু রুটির টুকরো পড়ে ছিল, ডালও অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তিনি বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তাই খেয়ে নেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর জামাতের অনুসারী হওয়ার দাবি করি আমাদেরও সর্বদা এরূপ ধৈর্য, সাহস এবং কৃতজ্ঞতাবোধ প্রদর্শন করা উচিত।

এরপর হযূর (আই.) বলেন, এ দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)'র ইউরোপ সফরের শতবর্ষ পূরণ, রিভিউ অব রিলিজিওনস, মাখজানে তাসাতীর প্রভৃতির প্রদর্শনী রয়েছে। অবসর সময়ে সময় নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনী থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। পরিশেষে হযূর বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কভিডের আক্রমণ বাড়ছে। এ কারণে প্রবেশপথগুলোতে প্রতিরোধস্বরূপ হোমিও ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে; এগুলো সেবন করুন। আল্লাহ তা'লা সবাইকে সবধরনের ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখুন। সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার বিষয়ে মনোযোগী হোন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের আশেপাশে ও ডানেবামে লক্ষ রাখুন। এটি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার মাধ্যম। কোন অস্বাভাবিক বস্তু বা কারো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলে ব্যবস্থাপকদের জানান, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল দোয়া। বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে দোয়া এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। আল্লাহ তা'লা এ জলসাকে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org - এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)